দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 MAR 1991

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস অর্ধ শতাধিক কক্ষ ভাঙচুর

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

রোববার মধ্যরাত পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বিভিন্ন হলে অর্ধশতাধিক কক্ষ ভাঙচুর হয়। গতকাল দুপুরেও সন্ত্রাসীদের হাতে ছাত্র দলের ২ জন কর্মী প্রহৃত হয়। জানা গেছে, বহিরাগত অস্ত্রধারীরা এখনো বিভিন্ন হলে অবস্থান করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশপাশে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, বিডিআর শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে। একটি সূত্র জানায়, রোববার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলাকালে শরীয়তপুরের একজন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যকে জহুরুল হক হলের আশপাশে দেখা যায়। এক সময়ে সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত উক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ভারতে পলাতক ছিলেন। সূত্র আরো জানায়, ক্যাম্পাসে রোববার মধ্যরাতে গোলাগুলী চলাকালে রহস্যজনকভাবে বিদ্যুৎ চলে যায় এবং গোলাগুলী থামলে বিদ্যুৎ চলে আসে।

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনার পর গতকাল থমথমে ভাব বিরাজ করে ও অনেক ছাত্র-ছাত্রী হল ছেড়ে চলে যায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে গতকাল ছাত্র নেতৃবৃন্দ, হল প্রভোস্টদের সাথে ভিসি'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী হল ছেড়ে চলে গেছে ভিসি তাদের হলে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য প্রভোস্টদের সহযোগিতা কামনা করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভিসি প্রফেসর এম, মনিরুজ্জামান মিঞাকে অবহিত করেন হল থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ব্যাপারে সফল কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। আজ অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রের সকল কোর্স সিস্টেমের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত রোববার রাতে গোলাগুলীর জন্য মুজিববাদী চক্রই দায়ী। তারা তিনটি হলের ৫২টি কক্ষ ভাঙচুর করেছে। এই হামলার জন্য সরাসরি শেখ হাসিনা দায়ী। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৬টি হলের হল সংসদের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে উল্লেখিত তথ্য পেশ করেন। রোকেয়া হল ছাত্রী সংসদের ভিপি শিরিন সুলতানা লিখিত বক্তব্যে বলেন, নির্বাচনের পর গোটা জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু তা নস্যাৎ করার জন্য ইতিমধ্যে কিছু মুখচেনা গোষ্ঠী ও ষড়যন্ত্রকারী ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।

তিনি বলেন, ১৮ মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন হলে মিছিলের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছিল, ঠিক তখনই কর্মসূচী বানচাল করার উদ্দেশে মুজিববাদী ছাত্র লীগের কতিপয় মুখচেনা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসবাদী হামলা চালায়। তারা রোকেয়া হল গেটে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সাঈদ সোবহানকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেয়। এর প্রতিবাদ করলে তারা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে গালিগালাজ করার এক পর্যায়ে বেপরোয়া গুলী বর্ষণ শুরু হয়।

সন্ত্রাসীরা বসুনিয়া তোরণ থেকে মুহসীন হলের দিকে গুলী বর্ষণ করে। তারা জগন্নাথ, এস এম, জহুরুল হক ও এফ রহমান হলে হামলা চালায়। এ সময় ছাত্র দলের নেতা ও কর্মীদের মারপিট, কক্ষ ভাঙচুরসহ লুটপাট চালানো হয়। হামলায় জগন্নাথ হলের অমর, উত্তম, এস এম হলের সাহিত্য সম্পাদক ফরহাদ, সমাজসেবা সম্পাদক হালিম, এফ রহমান হল সংসদের ভিপি সাঈদসহ প্রায় ১০ জন আহত হয়েছেন। শিরিন সুলতানা আরো বলেন, এরশাদের কালো টাকার ছড়াছড়ি এবং অবৈধ অস্ত্রের একটি জঘন্যতম অংশ হলো ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি দেয়ার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

এক প্রশ্নের জবাবে নেতৃবৃন্দ বলেন, এস এম হলের ২৫, জগন্নাথ হলের ২০ এবং এফ রহমান হলের ৭টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়। নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার কথা-বার্তা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগসহ উস্কানিমূলক কথা-বার্তার জের হিসেবে ক্যাম্পাসে গোলাগুলী হয়েছে। নেতৃবৃন্দ সরাসরি শেখ হাসিনাকে দায়ী করেছেন।

ছাত্র দল থেকে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের বহিষ্কার করা হয়েছে। আর এতে করে ছাত্র ঐক্য অটুট রয়েছে। ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে মুজিববাদীদের উচিত সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারীদের বহিষ্কার করা। মাসুম, টোকন, মোয়াজ্জেম এবং বহিরাগত মোঃ আলী ক্যাম্পাসে ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এস এম হলের জিএস মঞ্জুর এলাহী, জিয়া হলের ভিপি মনোয়ার হোসেন রানা, জিএস আনোয়ারুল ইসলাম, মুহসীন হলের ভিপি শাহজাহান হাওলাদার, কুয়েত মৈত্রী হলের আফরোজা খন্দকার নিপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের তীব্র নিন্দা

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গত রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস ও গুলীবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

গতকাল সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘ ৯ বছরের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে উচ্ছেদ করে সমগ্র জাতি যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, স্বৈরাচারের পতনের পর ছাত্র সমাজ শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বে অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের সাথে ছাত্র ঐক্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের যৌথ বৈঠকেও ছাত্র নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে সন্ত্রাস দমন, অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, তা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে অস্ত্রধারীদের অনুপ্রবেশে এ সন্ত্রাস রোধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অবিলম্বে সকল অস্ত্রধারীকে, তারা যে দলের আশ্রয়েই থাকুন না কেন গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছে। একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানানো হয়। বিবৃতিতে সমগ্র ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়।

ছাত্র দলের বিবৃতি

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আহবায়ক আমান উল্লাহ আমান ও যুগ্ম আহবায়ক ফজলুল হক মিলন এক যুক্ত বিবৃতিতে গত পরশু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ঘটনায় গভীর শোক ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন যে, স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে যখন গণতন্ত্রের সুবাতাস বইছে, যখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে, যখন শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্ররা লেখাপড়া করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে '৭০ সালের "মুজিব ইয়াহিয়া আর ভুট্টো" নাটক পুনঃ মঞ্চস্থ করার সংকেত দিয়ে একটি চিহ্নিত ষড়যন্ত্রকারী সংগঠনের সশস্ত্র গুণ্ডারা গত পরশু তাদের নেতা-নেত্রীদের নীল নক্সা অনুযায়ী আকস্মিকভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে এবং মুহুর্মুহু গুলীবর্ষণ এবং বিভিন্ন হলে ব্যাপক ভাংচুর ও ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালায়। স্বৈরাচারী এরশাদ ও রওশন এরশাদের অবিলম্বে বিচারের দাবীতে ছাত্র সমাজ যখন ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, '৮৬ সালের মত এরশাদের প্রত্যক্ষ সহযোগী হিসাবে তারা মাঠে নেমেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন যে, শত ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলের মধ্যেও অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অনিয়ম ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের আজন্ম লালিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে জেগে থাকবে। নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার এবং নির্যাতিত ছাত্র দলের ক্ষতিপূরণ দাবী করেছেন।

ছাত্র লীগ (আ-অ)-এর বক্তব্য

রোববারের ঘটনা প্রসঙ্গে আওয়ামী ছাত্র লীগ (আ-অ) এক বিবৃতিতে জানায়, দেশবাসী যখন খুনী এরশাদের ফাঁসিসহ বিচার দাবী করছে ঠিক তখনই স্বৈরাচারের ক্রীতদাস এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই সন্ত্রাস কায়েম করে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত দুঃখজনক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে গতকাল সলিমুল্লাহ হল ছাত্র সংসদের ভিপি, জিএস, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র মুক্তি, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট প্রভৃতি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রদান করেছেন।